তিন সপ্তাহ ধরে তালাবদ্ধ চুয়েটের পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ

চুয়েট প্রতিনিধি

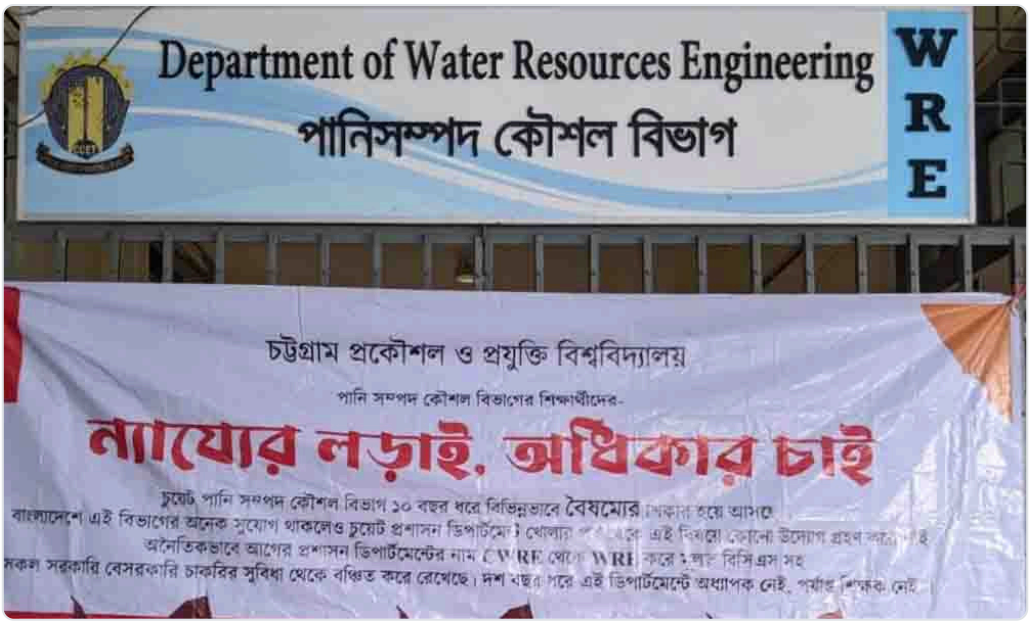

ছবি : কালের কণ্ঠ

চাকরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বৈষম্যের অভিযোগে গত ২৭ জুলাই থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেছেন চুয়েটের পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা। প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চললেও এখনো ক্লাসে ফেরানো যায়নি শিক্ষার্থীদের। এমতাবস্থায় চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই।

জানা যায়, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

তারা জানান, ২০১৫ সালে এই বিভাগটি চুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের অধীনে পুর ও পানিসম্পদ কৌশল নামে যাত্রা শুরু করে। তবে ৩ বছর পর ২০১৮ সালে বিভাগের নাম এবং ডিগ্রি

পরিবর্তন করে পানিসম্পদ কৌশল নামকরণ করা হয়। ফলে এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রকৌশল ক্ষেত্রে পুরকৌশলী হিসেবে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিতে আবেদনের সুযোগ থাকে না। তাই এই সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা এক দাবি উত্থাপন করেন।

শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত এক দাবি ছিল– 'দ্রুত বিভাগের নাম পূর্বের ন্যায় পুনঃসংস্কার করে পুর ও পানিসম্পদ কৌশল করতে হবে এবং পুর ও পানিসম্পদ কৌশল হিসেবে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিগ্রি প্রদান করতে হবে।'

ুন

শেবাচিমে হামলা : রনি-কাফিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

তারা আরো জানান, এর আগে দুই দফায় একই দাবিতে আন্দোলন করে তারা প্রশাসনের আশ্বাসে ক্লাসে ফিরেছিলেন, কিন্তু কোনো বাস্তব সমাধান পাননি। তাই তারা দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

তিন সপ্তাহ অচলাবস্থা চলমান থাকার প্রেক্ষাপটে ওই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হীরা দত্ত বলেন, 'আমরা প্রশাসনের কাছে এই দাবি জানিয়ে রাখতে চাই যে যত দ্রুত সম্ভব ওনারা যেন যৌক্তিক সমাধান দিয়ে বিষয়টার সুরাহা করেন।

কেননা ৩ সপ্তাহ আমরা ক্লাস করতে পারিনি, যেটি আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। নিরপেক্ষ কমিটির কাজ চলমান হলেও আমরা বিভাগের তালা খুলে দিয়ে তখনই ক্লাসে ফেরত যাব, যখন একটা চূড়ান্ত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, যে সিদ্ধান্ত আমাদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে। পরবর্তী সময়ে যেন কোনো ব্যাচকে ‘শিক্ষিত বেকার’ তকমা নিয়ে দিন অতিবাহিত করতে না হয়, তাই এবার চূড়ান্ত যৌক্তিক ফলাফল আসা পর্যন্ত আমাদের বিভাগ বন্ধ থাকবে। প্রশাসনের কাজ করার চেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই এবং অনুরোধ থাকবে যেন অতিদ্রুত সমস্যার সমাধান করে আমাদের ক্লাসে বসার সুযোগ করে দেন।’

এ বিষয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ জানতে চাইলে পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মোছা. ফারজানা রহমান জুথি কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হচ্ছে।

তাদের ক্লাসে ফেরানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষও বিষয়টি সমাধানে গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যও শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাতে আশ্বস্ত হতে পারছেন না। আমরা বিভাগের এই অবস্থার কথা কর্তৃপক্ষকে বরাবরই জানিয়ে আসছি। শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা অব্যাহত আছে, কর্তৃপক্ষ বলছে– তারাও চেষ্টা করছে কিভাবে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরানো যায়। কিন্তু তারা সমাধান ছাড়া ক্লাসে ফিরতে চাচ্ছে না।’